23

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 03 SEP 1996 ..
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭

পটুয়াখালী সরকারি মহিলা কলেজে ৪৩টি পদের মধ্যে ২৩টি শূন্য

পটুয়াখালী, ২রা সেপ্টেম্বর (নিজস্ব সংবাদদাতা)- শিক্ষকের স্বল্পতা, লাইব্রেরিতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক পুস্তকের অভাব, আবাসিক সংকটের কারণে পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলার একমাত্র সরকারি মহিলা কলেজের শিক্ষায় মারাত্মক বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট অভিভাবকরা তাদের মেয়েদের শিক্ষাজীবন নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন।

১৯৬৬ সালে জেলা শহরের কেন্দ্রস্থলে পটুয়া সরকারি মহিলা কলেজটি স্থাপিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৭৯ সালে কলেজটিকে জাতীয়করণ করা হয়। জাতীয়করণ করার পর থেকেই কলেজটি শিক্ষক দৈনতার কবলে পড়ে। অনেক লেখালেখি করেও এ অবস্থা পরিবর্তনের কোন সুফল অদ্যাবধি মেলেনি।

বর্তমানে কলেজটিতে মানবিক ও বিজ্ঞান শাখায় ১৫টি বিভাগ চালু আছে। সরকারি অনুমোদনের অভাবে দীর্ঘ ৩০ বছরেও বাণিজ্য শাখা খোলা সম্ভব হয়নি। বিজ্ঞান ও মানবিক শাখার ১৫টি বিভাগে শিক্ষকদের মোট পদের সংখ্যা হচ্ছে ৪৩টি। এর মধ্যে ২৩টি পদ দীর্ঘদিন ধরে শূন্য পড়ে থাকায় কলেজের ছাত্রীদের স্বাভাবিক শিক্ষা গ্রহণে অভাবনীয় ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়েছে।

শূন্য পদগুলোর মধ্যে মানবিক শাখার বাংলা বিভাগে ৩টি, ইংরেজি বিভাগে ২টি, রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগে ৩টি, অর্থনীতি বিভাগে ৩টি, ইসলামের ইতিহাস বিভাগে ২টি, সাধারণ ইতিহাস বিভাগে ২টি, দর্শন বিভাগে ২টি, বিজ্ঞান শাখার পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগে ২টি, প্রাণিবিদ্যা বিভাগে ২টি, উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগে ১টি, গ্রন্থাগারিক বিভাগে ১টি পদসহ ২৩টি পদ দীর্ঘদিন ধরে শূন্য রয়েছে। শরীর চর্চা বিভাগের ১টি পদে এ পর্যন্ত কোন শিক্ষককে নিয়োগ দেয়া হয়নি।

এছাড়া বিজ্ঞান শাখার কম্পিউটার বিজ্ঞান বিভাগের ৩ পদের মধ্যেও এ পর্যন্ত কাউকে নিয়োগ দেয়া হয়নি। এ বিভাগটি চালু রাখার জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের একজন সহকারী অধ্যাপক ও কলেজের একজন অফিস সহকারীকে স্বল্পকালীন মেয়াদের প্রশিক্ষণ দিয়ে কোনমতে বিভাগটিকে চালু রাখা হয়েছে। ইসলামী শিক্ষা বিভাগেরও একই অবস্থা। এ বিভাগের ২টি পদে এ পর্যন্ত কাউকে নিয়োগ দেয়া হয়নি। একটি বেসরকারি কলেজের একজন প্রভাষককে দিয়ে ২টি শিক্ষাবর্ষের ৬০০ জন ছাত্রীকে নামকা ওয়াস্তেপাঠদান করা হচ্ছে।

কলেজের একটিমাত্র লাইবেরি রয়েছে। জানা গেছে, পর্যাপ্ত ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক বইয়ের অভাবে ছাত্রীরা লাইব্রেরি ওয়ার্কে মনোযোগী হচ্ছে না।

এতদ্ব্যতীত রয়েছে কলেজটিতে প্রকট আবাসিক সংকট। কলেজে ছাত্রী সংখ্যা হচ্ছে প্রায় ৯শ'। এখানে একটি দ্বিতল আবাসিক ছাত্রীনিবাস রয়েছে যেখানে রয়েছে মাত্র ২৭টি কক্ষ। এ কক্ষগুলোতে বর্তমানে ১৭৫ জন ছাত্রী মানবেতর অবস্থায় তাদের শিক্ষাজীবন চালিয়ে যাচ্ছে।